"বঙ্গবন্ধুর দর্শন সমবায়ে উন্নয়ন"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমবায় অধিদপ্তর
শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও
ঢাকা-১২০৭।
www.coop.gov.bd

স্মারক নং : ৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.৩৩.০৪৩.২২- ১০ (১)

তারিখ : ২৪ পৌষ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ।
০৮ জানুয়ারী, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়ঃ সমবায় সমিতি গঠনের জন্য একটি মডেল উপ-আইন প্রেরণ।

সূত্রঃ সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা এর স্মারক নং-৪৭.৬১.০০০০.০৬৫.২২.০০১.১৫-২৫৮(১১), তারিখঃ ১৯/১২/২০২২।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সমবায় সমিতি গঠনের জন্য একটি মডেল উপ-আইনের উপর মাঠ পর্যায় হতে প্রেরিত সুপারিশের ভিত্তিতে যাচাই বাছাই করে মডেল উপ-আইন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত মডেল উপ-আইন এর কপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তাঁর আওতাধীন কার্যালয়সমূহে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য এতদসঙ্গে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ১৫(পনের) পাতা।

(মোঃ কামরুজ্জামান) ০৮/০১/২০২৩
উপনিবন্ধক (আইন)
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা
ফোন:০২-৮১৪১৫০১।
(lawsection.doc@gmail.com)

যুগ্মনিবন্ধক
ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/
সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ

অনুলিপিঃ
১। উপনিবন্ধক (এম আই এস), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা। তাঁকে সমবায় অধিদপ্তরের ওয়েব সাইডে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

.....

সমবায় সমিতি লিমিটেড

এর

উপ আইন

নিবন্ধন নং .....

তারিখ .....

সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত আইন, ২০০২ ও ২০১৩)
ও সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধনী-২০২০) অনুযায়ী
প্রণীত

.....

সমবায় সমিতি লিমিটেড এর উপ-আইন

(সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত আইন, ২০০২ ও ২০১৩)
অনুসারে নিবন্ধনকৃত)

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম** ।— এই উপ আইন..... **সমবায় সমিতি লিমিটেড'** এর উপ আইন নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা** ।— বিষয় বা প্রসঙ্গের প্রয়োজনে ভিন্নরূপ না হইলে, এই উপ আইনে-

(ক) ''আইন'' বলিতে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ ও উহার পরবর্তী সংশোধনীসমূহকে বুঝাইবে এবং ''বিধিমালা" বলিতে সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ ও উহার পরবর্তী সংশোধনীসমূহকে বুঝাইবে;

(খ) ''উপ-আইন" বলিতে ..... "সমবায় সমিতি লিমিটেড" এর উপ আইন ও উহার পরবর্তী সংশোধনীসমূহকে বুঝাইবে;

(গ) ''নিবন্ধক" বলিতে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক এবং তাঁহার নিকট হইতে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকেও বুঝাইবে; এবং

(ঘ) ''সমিতি" বলিতে ..... "সমবায় সমিতি লিমিটেড" কে বুঝাইবে।

সমিতির নাম ও ঠিকানা

৩। সমিতির নাম।— এই সমিতির নাম .....
.....সমবায় সমিতি লিমিটেড।

৪। সমিতির ঠিকানা ।—

(১) সমিতির নিবন্ধনকৃত অফিস ঠিকানা হইবে ।—

বাসা নং: ..... রোড নং: ..... গ্রাম/মহল্লা: .....

ডাকঘর: ..... ইউনিয়ন: .....

থানা/উপজেলা: ..... জেলা: .....

(২) সমিতির ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে নিবন্ধককে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে এবং উপ আইন সংশোধন করিতে হইবে।

(ক্রমিক নং ৫ ও ৬ সমিতির সাংগঠনিক সভার সিদ্ধান্তক্রমে হইবে)

সদস্য নির্বাচনী এলাকা ও কর্ম এলাকা

৫। সমিতির সদস্য নির্বাচনী এলাকা-.....
.....এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

৬। সমিতির কর্ম এলাকা- .....
.....এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

সমিতি গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৭। সমিতি গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ।—

(১) সমবায় সমিতি সংগঠনের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;

(২) ব্যক্তিগতভাবে সভ্যগণকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করিয়া গড়িয়া তোলা। সভ্যগণের নিকট হইতে নিয়মিত শেয়ার সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়া মুলধন গঠন করা এবং মুলধনের সঠিক ব্যবহার করিয়া সভ্যগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

(৩) সভ্যগণ এবং সংগঠনের স্বার্থে গৃহ-নির্মাণ, পরিবহণ, কুটির শিল্প স্থাপন, হস্ত শিল্প, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালনসহ কৃষিজাত ও শিল্প পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের উদ্দেশ্যে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;

(৪) সমিতির কর্ম এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় সদস্যগণের জীবনমান উন্নয়নের ব্যবস্থা করা;

(৫) সভ্যগণের সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তহবিল সৃষ্টি করা এবং সৃষ্ট তহবিল পুনরায় সভ্যগণের মধ্যে ঋণ প্রদান ও বিনিয়োগ করা;

(৬) সভ্যগণের জন্য নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি ক্রয় ও ন্যায্য মূল্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা;

(৭) দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত সমিতির উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ যে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(৮) সদস্যদের সন্তানের লেখাপড়ায় উৎসাহিত করা ও সহযোগিতা করা;

(৯) কোনো ব্যক্তি বিশেষে, সরকার অথবা উৎপাদনকারীর পণ্য বাজারজাতকরণ এবং আমদানি রপ্তানি ব্যবসা পরিচালনা করা এবং তদুদ্দেশ্যে লাইসেন্স, পারমিট সংগ্রহ করা;

(১০) সভ্যগণের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় ও সরবরাহ করার জন্য সময়ে সময়ে এবং উক্ত ব্যবসা পরিচালনার জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়া; এবং

(১১) কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ভোকেশনাল ট্রেনিং কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাসহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা।

উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেশের প্রচলিত আইন প্রতিপালনপূর্বক সমিতি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিবে।

(১২) ----------

---

(১৩) ----------

---

(১৪) ----------

---

(১৫) ----------

৮। **সিলমোহর** ।— ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতি পরিচালনার জন্য একটি সাধারণ সিলমোহর রাখিবে। সমিতির জারিকৃত সকল নোটিশ ও ইস্যুকৃত পত্রসমূহে উক্ত সিলমোহর ব্যবহার করা হইবে এবং উহা সম্পাদকের নিকট গচ্ছিত থাকিবে।

সমিতির সদস্যপদ

৯। **সমিতির সদস্যপদের যোগ্যতা** ।—

(১) সমিতির শ্রেণি ও প্রকারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ যে সমস্ত পুরুষ ও মহিলা সমিতির সদস্য নির্বাচনী এলাকায় বাস করেন এবং ১৮ বৎসর বা তদুর্ধ্ব বয়স্ক তাহারাই এই সমিতির সদস্য হইতে পারিবেন।

(২) যাহারা সদস্য হইবেন তাহাদের প্রত্যেককেই-

(ক) ..... টাকা করিয়া ভর্তি ফি দিতে হইবে;

(খ) ..... টাকার অন্তত ০১ (এক) টি শেয়ার ক্রয়সহ শেয়ার মূল্যের সমপরিমাণ টাকা সঞ্চয় আমানত হিসাবে জমা দিতে হইবে;

(গ) সদস্যদের তালিকা বহিতে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়া দস্তখত বা টিপসহি দিতে হইবে;

(ঘ) সমিতির উপ-আইনসমূহ মানিয়া চলিবার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে; এবং

(ঙ) নতুন সদস্য ভর্তির ক্ষেত্রে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।

(৩) সমিতির সদস্য এবং আমানত সংগ্রহের জন্য কোনো লিফলেট/ব্রুশিয়ার বা অন্য কোনো প্রচার মাধ্যমে চটকদার বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইবে না।

১০। **গ্রহীতা মনোনয়ন** ।— সমিতির প্রত্যেক সদস্য এমন একজন একক ব্যক্তিকে গ্রহীতা মনোনয়ন করিবেন যিনি সমিতির সদস্য নহেন এবং যিনি ঐ সদস্যের মৃত্যুর পর তাঁহার শেয়ার এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় অধিকার ও দায়দায়িত্ব অর্জন করিবেন; এই ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কোনো আইন প্রযোজ্য হইবে না এবং উক্ত মনোনীত ব্যক্তি উক্ত সদস্যের মৃত্যুর পর সমিতিতে তাঁহার শেয়ার এবং তদসংক্রান্ত সকল অধিকার, অর্জন ও দায়-দায়িত্ব বহন করিবেন। সদস্য ইচ্ছা করিলে যে কোনো সময়ে তাহার মনোনয়ন লিখিতভাবে পরিবর্তন বা বাতিল করিতে পারিবেন।

১১।	**সদস্যপদের অবসান ।—** নিম্নলিখিত কারণে সদস্যপদের অবসান হইবে-	
	(ক)	সমস্ত শেয়ার বাজেয়াপ্ত বা হস্তান্তরিত হইলে;
	(খ)	সদস্যপদের যোগ্যতা হারাইলে;
	(গ)	সদস্যপদ প্রত্যাহার করিলে;
	(ঘ)	মৃত্যু ঘটিলে;
	(ঙ)	ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সদস্যপদ রহিত হইলে;
	(চ)	আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বা অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হইলে; এবং
	(ছ)	একটি শেয়ারের সমপরিমান সঞ্চয় জমা না থাকিলে ।
১২।	**সদস্য পদ প্রত্যাহার ।—** কোনো সদস্য যদি নিজে অথবা জামিনদার হিসেবে সমিতির নিকট ঋণী না থাকেন তাহলে ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট ১ (এক)মাস পূর্বে লিখিত নোটিশ দিয়া সদস্যপদ ত্যাগ করিতে পারিবেন, কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে পদত্যাগকারী সদস্যের নিকট সমিতির কোনো পাওনা ঋণ বা অগ্রিম থাকিলে তাহা শেয়ার বা আমানত হইতে কর্তন করিয়া রাখা যাইবে। সদস্যের শেয়ার আমানত কোনো সদস্যের নিকট অথবা নতুন কোনো সদস্য বরাবর হস্তান্তর করা যাইবে। সমিতি কোনো শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবে না।	
১৩।	**সদস্য বহিস্কার ও অপসারণ ।—**	
	(১)	কোনো সদস্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার বিবেচনায় যদি ইচ্ছাপূর্বক আইন, বিধিমালা, উপ আইন বা সমিতির প্রণীত অন্য কোনো নিয়ম লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে ৭ (সাত) দিনের নোটিশ দিয়া উপ আইনের বিধান অনুযায়ী তাহাকে জরিমানা, পদচ্যুত বা সদস্যপদ রহিত করা যাইবে; এবং

	(২)	বাতিলকৃত সদস্যের পাওনা শেয়ার বা আমানত বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে। সদস্যপদের যোগ্যতা হারাইলে উক্ত ব্যক্তিকে ব্যবস্থাপনা কমিটি পরবর্তী সাধারণ সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে সদস্যপদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে।
১৪।	**সমিতির সদস্যগণের অধিকার ও দায়বদ্ধতা ।—**	
	(ক)	**সদস্যদের অধিকার** - সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এর ধারা ৩৬ হইতে ৪১ পর্যন্ত এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০২০) এর বিধি ৮৭ হইতে ৯১ পর্যন্ত কার্যকর হইবে;
	(খ)	**সদস্যের দায়** - সমিতির জন্য সদস্যগণ স্ব-স্ব কর্তৃক ক্রয়কৃত শেয়ারের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে;
	(গ)	**প্রতিনিধি মনোনয়ন** - সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি এই সমিতির কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সমিতিতে সমিতির সদস্যদের মধ্য হইতে একজন সদস্যকে প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য মনোনয়ন দিবেন;
	(ঘ)	**আর্থিক সম্পৃক্ততা** - সমিতির সদস্যগণকে প্রতিমাসে ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ সঞ্চয় আমানত সমিতিতে জমা প্রদান করিতে হইবে;
	(ঙ)	**শেয়ার ক্রয়**- প্রত্যেক সদস্যকে প্রতি অর্থ বর্ষে কমপক্ষে ০১ (এক) টি শেয়ার খরিদ করিতে হইবে;

	(চ)	**সদস্যপদ রহিতকরণ** - পর পর ০৩ (তিন) মাস কোনো সদস্য সঞ্চয় আমানত জমা প্রদানে এবং সমবায় বর্ষের মধ্যে কমপক্ষে ০১ (এক) টি শেয়ার খরিদ করিতে ব্যর্থ হইলে উক্ত সদস্যের সদস্যপদ সাময়িকভাবে রহিত করা যাইবে; এবং
	(ছ)	**সদস্যপদ বহাল** - ''চ" উপ-ধারায় বর্ণিত সদস্যপদ রহিত আদেশ প্রত্যাহার করিতে হইলে সকল প্রকার বকেয়াসহ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত জরিমানার অর্থ সমিতিতে জমা প্রদান করিতে হইবে এবং জমা প্রদানের পর ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত সদস্যের সদস্যপদ বহাল রাখিবার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সদস্যকে পত্র দ্বারা অবহিত করিবেন।
		মূলধন সৃষ্টি, ব্যবহার এবং ঋণ আদায়
১৫।		**মূলধন সৃষ্টির উপায়** ।— সমবায় আইন, বিধিমালা এবং এই উপ-আইনের বিধান মান্য করিয়া নিম্নলিখিতভাবে সমিতির মূলধন সংগ্রহ করা যাইবে:
	(ক)	শেয়ার বিক্রয়;
	(খ)	সদস্যের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ, তবে অগ্রিম সুদ/মুনাফা দেওয়ার শর্তে কোনো আমানত গ্রহণ করা যাইবে না;
	(গ)	সমিতির আমানত বা মূলধন গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো এজেন্সি নিয়োগ করা যাইবে না, কিংবা এতদুদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কমিশন, ইনসেনটিভ বা ফি প্রদান করা যাইবে না;

	(ঘ)	সমিতির সদস্য, কেন্দ্রীয় সমিতি, কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণগ্রহণ ব্যতীত সমিতি অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে কোনো ঋণ বা আমানত গ্রহণ করিতে পারিবে না; এবং
	(ঙ)	বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক ব্যতীত সমিতির সদস্য ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ বা ঋণ প্রদান করা যাইবে না।
১৬।	**অনুমোদিত শেয়ার মূলধন।—**	
	(ক)	সমিতির অনুমোদিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ..... টাকা হইবে উহা ..... টি সমান অংশে বিভক্ত হইবে এবং প্রতিটি শেয়ারের মূল্য হইবে ..... টাকা। সদস্য ব্যতীত অন্য কেউ শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবে না; এবং
	(খ)	কোন সদস্য সমিতির মোট অনুমোদিত শেয়ার মূলধনের একপঞ্চমাংশের অধিক শেয়ার খরিদ করিতে পারিবেন না।
১৭(১)। মূলধন ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা।—		
	(ক)	সমিতির মূলধন অবক্ষয় করে কোনো ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে না;
	(খ)	সংগৃহীত আমানতের বিপরীতে সমবায় আইন ও বিধিমালা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তারল্য সংরক্ষণ করিতে হইবে;
	(গ)	উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কাজে সমিতির মূলধন বিনিয়োগ করিতে হইবে; এবং

	(ঘ)	আমানতের অর্থ দিয়ে জমি বা অন্য কোনো স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করা যাইবে না।
১৭(২)। **সদস্যপদের ঋণ গ্রহণের সীমা।—**		
		শেয়ার বাবদ প্রদত্ত টাকার ৪০ গুণের অধিক কোনো সদস্যই ঋণ পাইবেন না। ঋণ গ্রহণ ও প্রদানের ক্ষেত্রে আইন ও বিধিমালার শর্ত অনুসারে সমিতি কর্তৃক ঋণ নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক নীতিমালা মোতাবেক লেনদেন করিতে হইবে। সদস্য ব্যতীত কোনো ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়া যাইবে না, তবে সরকারি ঋণের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না।
সাধারণ সভা		
১৮।	**বার্ষিক সাধারণ সভা।—**	
	প্রতি বৎসর বাৎসরিক নিরীক্ষা সম্পাদনের ৬০ দিনের মধ্যে আইন ও বিধি মোতাবেক বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করিতে হইবে। উক্ত সময়সীমার মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা করিতে ব্যর্থ হইলে, সমিতি নিবন্ধকের নিকট উক্ত সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য আবেদন করিতে পারিবে।	
১৯।	**সাধারণ সভা অনুষ্ঠান।—**	
	(১)	সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত, ২০০২ ও ২০১৩) এর ধারা ১৬ হইতে ১৭ পর্যন্ত এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০২০) এর ধারা ১৩ হইতে ২১ পর্যন্ত অনুসরণপূর্বক সাধারণ সভা বা বিশেষ সাধারণ সভা বা তলবি সভা অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

	(২)	সাধারণ সভার আলোচ্যসূচি সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত, ২০০২ ও ২০১৩) এর ধারা ১৭ অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।
সমিতির ব্যবস্থাপনা		
২০।	**ব্যবস্থাপনা কমিটি ।—**	
	(১)	সমিতি পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব সমবায় সমিতি আইন, বিধিমালা ও উপ আইন মোতাবেক ..... সদস্য বিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সাধারণ সভায় সম্পাদনযোগ্য কার্য ব্যতীত সমিতির সকল কার্য উক্ত কমিটি সম্পাদন করিবে। ব্যবস্থাপনা কমিটি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ০৩ (তিন) বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন। তিন বৎসর পূর্তির পূর্বে কমিটি গঠনের জন্য নির্বাচন সম্পন্ন করিতে হইবে। তবে নিবন্ধনকালীন নিবন্ধক কর্তৃক নিয়োগকৃত কমিটির মেয়াদ নিয়োগের তারিখ হইতে ০২ (দুই) বছর পর্যন্ত বহাল থাকিবে। ..... সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণের পদবি নিম্নরূপ হইবে: ১ সভাপতি- ১জন ২ সহ-সভাপতি- ১ জন ৩ সম্পাদক- ১ জন ৪ কোষাধ্যক্ষ- ১ জন ৫ সদস্য- .... জন

	(২)	নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন করা না হইলে মেয়াদ পূর্তির সাথে সাথেই উক্ত কমিটি বিলুপ্ত হইবে এবং নিবন্ধক সমিতির সদস্য বা সরকারি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ১২০ দিনের জন্য ১ টি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়োগ করিবেন; এবং
	(৩)	নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটির কোনো সদস্যের পদ কোনো কারণে শূন্য হইলে ব্যবস্থাপনা কমিটি সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত, ২০০২ ও ২০১৩) এর ২০ ধারা অনুসরণপূর্বক উক্ত পদে নির্বাচিত হইবার যোগ্য সদস্যকে কো-অপ্ট করিয়া শূন্যপদ পূরণ করিবেন।
২১।	**ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন পদ্ধতি ।—**	
	সমবায় আইনের ধারা ১৮(২) এবং বিধি ২২-৩৬ এর বিধান সাপেক্ষে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ সাধারণ সভায় নির্বাচিত হইবেন।	
২২।	**ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের ভাতা ।—**	
	উপ-আইনে যাহাই থাকুক না কেন সমিতিতে ধার্যকৃত নিরীক্ষা ফি এবং সমবায় আইনের ৩৪ ধারা অনুযায়ী ধার্যকৃত সমবায় উন্নয়ন তহবিলের পাওনা বকেয়া থাকিলে ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণকে বিধিমালার ৩৭(৪) বিধি অনুযায়ী কোনো ভাতা দেওয়া যাইবে না।	

২৩।	**ব্যবস্থাপনা কমিটির ক্ষমতা।—**	
	ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্নরূপ কার্যাদি সম্পন্ন করিতে পারিবে:	
	(ক)	নতুন সদস্য ভর্তি;
	(খ)	সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে আইন, বিধি ও উপ আইনের বিধানমতে বর্তমান কোনো সদস্যকে অপসারণ, বহিষ্কার বা সদস্যপদ স্থগিত অথবা জরিমানা করা;
	(গ)	তহবিল উন্নীতকরণ;
	(ঘ)	তহবিল বিনিয়োগ;
	(ঙ)	সমিতির স্বার্থে মামলা দায়ের, পরিচালনা ও আপস করা;
	(চ)	শেয়ার আবেদন নিষ্পত্তি করা;
	(ছ)	ঋণের আবেদন নিষ্পত্তি করা এবং তাহার বিপরীতে জামানত নির্ধারণ করা;
	(জ)	বিশেষ ধরণের কাজের জন্য উপ-কমিটি গঠন করা; এবং
	(ঝ)	হিসাব সংরক্ষণ ও হিসাব বিবরণী প্রস্তুতকরণ।
২৪।	**সভাপতি ও সহ-সভাপতির ক্ষমতা ও কর্তব্য।—**	
	আইন ও বিধি অনুযায়ী সমিতির সভাপতি এবং কোনো জরুরি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতির অনুপস্থিতিতে সমিতির সহ-সভাপতি সমিতির স্বার্থে ঋণ বরাদ্দ ব্যতীত সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল প্রকার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।	
২৫।	**সম্পাদকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব।—**	
	(ক)	সমিতির কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজন অনুযায়ী সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টা পূর্বে সদস্যগণকে সভার কার্যক্রম অবহিতকরণ;

	(খ)	নিবন্ধক/দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট, সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট অথবা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত কোনো সদস্যের নিকট সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব যথাযথভবে পরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন; এবং
	(গ)	সমিতির সকল প্রকার পরিচালনা খরচ এবং দৈনন্দিন অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন; এবং
	(ঘ)	সমিতির গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ডপত্র, নথি ও দলিলাদি সংরক্ষণ এবং হেফাজত করা।
২৬।	**কোষাধ্যক্ষের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ।—**	
	(ক)	সমিতির সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন; এবং
	(খ)	সমিতির নগদ অর্থ ও অন্যান্য গচ্ছিত মূল্যবান সম্পদ হেফাজত করিবেন।
২৭।	**ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য পদের বিলুপ্তি ।—**	
	ব্যবস্থাপনা কমিটির কোনো সদস্যের সদস্যপদ বিলুপ্ত হইবে, যদি-	
	(ক)	উক্ত সদস্য ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতাসমূহ বহাল না রাখেন;
	(খ)	পদত্যাগ করেন;
	(গ)	মৃত্যুবরণ করেন; এবং
	(ঘ)	আইন ও বিধি অনুযায়ী বহাল থাকিবার অযোগ্য হইলে।

২৮।	**ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা ।—**
	সমিতির কার্য পরিচালনার জন্য প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার ব্যবস্থাপনা কমিটি সভা অনুষ্ঠান করিবে। সভা অনুষ্ঠানে আলোচ্যসূচিসহ অন্যূন ০৭ (সাত) দিন পূর্বে নোটিশ প্রেরণ করিতে হইবে এবং সমিতির নিবন্ধিত কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইবে। কমিটির অর্ধেক সদস্য উপস্থিত থাকিলে সভার কোরাম হইবে। কোনো মাসে আলোচ্যসূচি না থাকিলে তা লিখিতভাবে সকল সদস্যকে অবহিত করিতে হইবে।
২৯।	**সমিতির বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি ।—**
	সমিতিতে কোনো বিরোধ/বিবাদ দেখা গেলে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক উহা মীমাংসা/নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা পক্ষ উহা নিষ্পত্তির জন্য নিবন্ধক বরাবর উপযুক্ত কোর্ট ফি সংযুক্ত করিয়া আইনের ধারা ৫০ মোতাবেক বিরোধ মামলা দায়ের করিতে পারিবে। বিরোধ নিষ্পত্তিতে সমবায় আইনের, ধারা ৫০ হইতে ৫২ এবং সমবায় বিধিমালা, ১১১ হইতে ১২২ পর্যন্ত অনুসরণ করিতে হইবে।
৩০।	**সম্পত্তি বিক্রয়, বিনিময়ের উপর বিধিনিষেধ ।—**
	সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি আইনের ৩৫ ধারা মোতাবেক সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে নিবন্ধকের অনুমতি ব্যতীত ইহার স্থাবর সম্পত্তি এবং যন্ত্রপাতি বা যানবাহনের ন্যায় সম্পত্তি, যাহা সমিতির মূলধনের অংশ তাহা বিক্রয়, বিনিময় বা ৫ (পাঁচ) বৎসরের অতিরিক্ত সময়ের জন্য ইজারা প্রদানের মাধ্যমে হস্তান্তর করিতে পারিবে না।

৩১।	(১) অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা পদ্ধতি ।—	
	(ক)	সমিতির কার্যকরি মূলধন ১,০০,০০,০০০.০০ (এক কোটি) টাকার উর্ধ্বে হইলে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কোষ থাকিবে এবং উক্ত ০৩ (তিন) জন সদস্য সাধারণ সভা কর্তৃক ০৩ (তিন) বৎসরের জন্য মনোনীত হইবেন; এবং
	(খ)	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কোষ সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন মন্তব্যসহ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট পেশ করিবেন।
	(২) সমিতির হিসাবপত্র নিরীক্ষা ।—	
	(ক)	সমবায় সমিতি হিসাবপত্র প্রতি অর্থ বর্ষে অন্তত: একবার নিরীক্ষা করার জন্য সংরক্ষণ করিবে। নিরীক্ষক কর্তৃক সমিতির যাবতীয় সম্পদ ও হিসাবপত্র যাচাইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকিবে এবং বিধি ৫৭ অনুযায়ী হিসাব বিবরণী দাখিল করিতে হইবে;
	(খ)	প্রতি অর্থ বর্ষে নিরীক্ষিত উদ্বৃত্তপত্রের ভিত্তিতে উহার নীট মুনাফা হইতে ধারা ৩৪ অনুযায়ী ৩% অর্থ সমবায় উন্নয়ন তহবিলের অনুকূলে পে-অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফট মারফত জমা করিবে; এবং
	(গ)	সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত ২০২০) এর ১০৭ বিধি অনুযায়ী ধার্যকৃত নিরীক্ষা ফি ট্রেজারী চালানমূলে জমা প্রদান করিবে।

৩২।	সমিতির ব্যাংক হিসাব ।—	
	(ক)	সমিতির নামে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক অথবা তফসিলি ব্যাংকে ব্যাংক হিসাব খোলা হইবে; এবং
	(খ)	সমিতির সম্পাদক ক্ষেত্রমতে নির্বাহী কর্মকর্তাসহ ব্যবস্থাপনা কমিটির অন্য যে কোন ০২ (দুই) জন সদস্যের নামে ব্যাংক হিসাবটি পরিচালিত হইবে এবং ব্যাংক হইতে টাকা উত্তোলনের সময় সম্পাদক/নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক হইবে।
৩৩।	বিবিধ ।—	
	(ক)	যে সকল বিষয় সম্পর্কে এই উপ আইনে কোনো নির্দেশ বা বিধান নাই তাহা বিদ্যমান সমবায় আইন ও বিধির নির্দেশ অনুসারে স্থিরীকৃত হইবে এবং যদি আইন ও বিধিতে তাহাদের কোনো বিধান না থাকে, তাহা হইলে নিবন্ধকের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।
	(খ)	এই উপ-আইনের কোনো অনুচ্ছেদ বা উপ-অনুচ্ছেদ সর্বশেষ সংশোধনীসহ বিদ্যমান সমবায় সমিতি আইন, কিংবা সমবায় সমিতি বিধিমালার কোনো বিধির সাথে অসংগতিপূর্ণ কিংবা সাংঘর্ষিক প্রমাণিত হইলে তাহা তাৎক্ষণিক বাতিল ও অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে এবং ঐ সমস্ত বিষয়াবলি বিদ্যমান সমবায় আইন ও বিধি অনুযায়ী নিষ্পন্ন হইবে।

	(গ)	এই উপ-আইনটি ..... জন সদস্যের উপস্থিতিতে .....ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সমিতির সাংগঠনিক সভায় অনুমোদিত।

আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ এই উপ-আইনের সকল ধারা পড়িয়াছি/শ্রবণ করিয়াছি		
ক্রমিক নং	আবেদনকারী সদস্যদের নাম	স্বাক্ষর
১	২	৩
০১		
০২		
০৩		
০৪		
০৫		
০৬		
০৭		
০৮		
০৯		
১০		
১১		
১২		
১৩		
১৪		
১৫		
১৬		
১৭		
১৮		
১৯		
২০		
২১		